

মূর্ছাপত্র

নং	বিষয়	পৃঃ
১	লেখকের কথা	২
২	আত্মসমালোচনার গুরুত্ব	৪
৩	ইবাদত ও ভয়	৪
৪	সালফে সালেহীনের আত্মসলাচোনা	১১
৫	অন্তরে আল্লাহর নসিহতকারী	১৪
৬	আত্মসমালোচনা না করার কারণ	১৭
৭	আত্মসমালোচনা ব্যাপারে কিছু মূল্যবান বাণী	১৯
৮	নিজেকে নিয়ে ভয়-ভীতি	২৬
৯	মূলধন নষ্ট করবেন না	২৮
১০	আত্মসমালোচনার প্রকারসমূহ	২৯
১১	মুহাসাবার জন্য কি করা উচিত ?	৩২
১২	আত্মসমালোচনা থেকে গাফেল না থাকা	৩৬
১৩	আপনার বয়স নিয়ে চিন্তা করুন	৩৮
১৪	আত্মসমালোচনার পদ্ধতি	৩৯
	আত্মসমালোচনার উপকার	৪১
১৫	জীবনের রেলগাড়ী	৪৩
১৬	জীবন একটি বৃক্ষ	৪৫
১৭	প্রকৃত গরিব কে ?	৪৬

মেথফের কথা

প্রশংসা মাত্রই আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম আমাদের রসুল মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর পরিবার ও সাহাবাগণের প্রতি বর্ষিত হোক।

‘মুহাসাবাতুননাফস’ তথা আত্মসমালোনা ছাড়া কেউ নিজের দুনিয়া ও আখেরাতের উজ্জ্বল জীবন গড়তে পারে না; তাই আমরা কুরআন ও সহীহ হাদীস এবং সালফে সালেহীনের বাণী সম্মিলিত “আত্মসমালোচনা”-এর উপর এই ছোট বইটি সবার জন্য উপহার দিচ্ছি।

বইটির প্রথম প্রকাশ করতে পারায় আমরা আল্লাহ তা‘আলার মহান দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

পাঠক মহোদয় ইহা থেকে উপকৃত হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে। যঁারা এ মহৎ কাজে সহযোগিতা করেছেন, তাদের

সকলকে আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে আমাদের নিবেদন এই যে, সংশোধনের কাজ কোনও দিন ছুড়াস্ত করা যায় না। অতএব বইটি পড়ার সময় কোন ভুল-ত্রুটি বা ভ্রম কারো দৃষ্টিগোচর হলে অথবা কোন নুতন প্রস্তাব থাকলে তা আমাদেরকে অবহিত করলে সাদরে গৃহীত হবে। আর পরবর্তী সংস্করণে যথাযথ বিবেচনা করা হবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের এই মহতী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।
আমীন!

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল

আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার

২/১১/১৪২৭ হিঃ

২৩/১১/০৬ ইং

۞ آآآآآآآآآآآ آآآآآ

প্রিয় মুসলিম ভাই !

আপনি কি কোন দিন একাকী নির্জনে বসে নফসের সাথে বিভিন্ন কাজ নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন? কোন দিন যেরূপ নেকির হিসাব করেন সেরূপ পাপসমূহের হিসাব করার চেষ্টা করেছেন কি? কোন দিন কি আপনার ইবাদতকে নিয়ে একটু ভেবেছেন যা দ্বারা গৌরব করবেন। যদি তার মধ্যে বেশীর ভাগই এমন ইবাদত পান যা লোক দেখানো ও শুনানোর জন্য ছিল, তাহলে আপনার পথ বড় কষ্টদায়ক ও বিপদজনক। এর পরেও কেমন করে আপনি এ অবস্থার উপর কোন ভয়-ভীতি ছাড়াই বসে আছেন? এ পাপের বোঝা বহন করে আপনি আল্লাহর নিকট কিভাবে উপস্থিত হবেন ?

১. আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেনঃ

5 43 2 10 / . - [
B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6
K J I H G F E D C

الحشر: ১৮-১৯ ZL

“হে মুমিনগণ! আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামী কালের জন্যে সে কি (আমল) প্রেরণ করে, তা নিয়ে চিন্তা করা। আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে খবর রাখেন। তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহ তা'আলাকে (আল্লাহর বিধানকে) ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের নিজেদের জীবনকে ভুলিয়ে দিয়েছেন। তারাই অবাধ্য।”

[সূরা হাশরঃ ১৮-১৯]

২. আল্লাহ ﷻ আরো এরশাদ করেনঃ

[وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ مِن قَبْلِ ۞

۞ لَا تُصْرَفُونَ ﴿٥٤﴾ الزمر: ٥٤

“তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অভিমুখী হও এবং তাঁর আজ্ঞাবহ হও (তাঁর নির্দেশাবলি পালন কর) তোমাদের কাছে আজাব আসার পূর্বে; কারণ এরপর তোমরা সাহায্য প্রাপ্ত হবে না।” [সূরা যুমারঃ ৫৪]

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ۞ قَالَ: حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا، وَرِئُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُرِئُوا؛ فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ فِي الْحِسَابِ غَدًا أَنْ تُحَاسِبُوا

أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ، وَتَرِئُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ [d cb a

g f e الحاقة: ١٨

৩. উমার ইবনুল খাত্তাব ۞ হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ কিয়ামতের দিন হিসাব করার

পূর্বে হিসাব কর এবং ওজন করার পূর্বে ওজন কর। আজ হিসাব করলে কিয়ামতের দিন হিসাব সহজ হবে। মহান হাশরের দিবসের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর। “যেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। সেদিন থাকবে না তোমাদের কোন কিছু গোপন।”

(সূরা হাককাহঃ১৮) [হাদীসটি মাওকুফ]

وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا
وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، وَإِنَّمَا يَخْفَى الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ
نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا.

৪. উমার رضي الله عنه হতে আরো বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেনঃ কিয়ামতের দিন হিসাব করার আগে হিসাব কর এবং মহান দিবসের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর। কেননা যে দুনিয়াতে হিসাব করবে কেবলমাত্র তারই হিসাব কিয়ামতের দিন সহজ হবে। [হাদীসটি মাওকুফ]

ইবাদত ও ভয়ঃ

আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুগত বান্দাদের প্রশংসা করে বলেনঃ

[إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشِيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾]

Z3 2 10 / . - ,

المؤمنون: ٥٧ - ٦١

“নিশ্চয়ই যারা তাদের পালনকর্তার ভয়ে ভীত, যারা তাদের পালনকর্তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে, যারা তাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরিক করে না। আর যারা যা দান করবার, তা কম্পিত হৃদয়ে এ কারণে দান করে যে, তারা তাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন

করবে। তারাই কল্যাণ দ্রুত অর্জন করে
এবং তারা তাতে অগ্রগামী।”

[সূরা আল-মু'মিনুনঃ৫৭-৬১]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ هَذِهِ آيَةِ ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ﴾ قَالَتْ عَائِشَةُ أَهْمُ
الَّذِينَ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُونَ قَالَ لَا يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ وَلَكِنَّهُمْ الَّذِينَ
يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُمْ أَوْلِيكَ الَّذِينَ
يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ)). رواه الترمذي.

আয়েশা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ
রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করেছিলাম এ
আয়াতটি কি মদ পানকারী, ব্যভিচারী ও
চোরদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে? তিনি
বলেনঃ না, হে সিদ্দীকের মেয়ে! বরং তারা
হলো রোজাদার, নামাযী ও দানকারীগণ,
কিন্তু তারা ভয় করে যে হয়তো বা কবুল

করা হবে না ! তারাই তো কল্যাণের প্রতি
অগ্রগামী ।” [সহীহ তিরমিযী]

ﷺ **সালফে সালেহীনের মুশাআবাঃ**

হে মুসলিম ভাই !

আমাদের সালফে সালেহীন (পূর্ববর্তী সাহাবা ও তাবেঈন) এরূপ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতেন। বিভিন্ন প্রকার সান্নিধ্য লাভের কাজে অগ্রগামী হতেন। ভুল-ত্রুটির ব্যপারে নিজেদের আত্মপর্যালোচনা করতেন। তারপরেও ভয় করতেন যে, যদি আল্লাহ তা'আলা তাদের সমূহ আমল কবুল না করেন ?

ﷺ আবু বকর رضي الله عنه বেশী বেশী ক্রন্দন করতেন এবং বলতেনঃ তোমরা ক্রন্দন কর, যদি কান্না না কর তবে এক দিন (কিয়ামতে) কাঁদতে হবে।

ﷺ তিনি رضي الله عنه আরো বলতেনঃ আল্লাহর কসম! আমার পছন্দ যদি গাছ হতাম যা কেটে ও খেয়ে বা পুড়িয়ে ফেলা হত।

ع ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠ ١٠١ ١٠٢ ١٠٣ ١٠٤ ١٠٥ ١٠٦ ١٠٧ ١٠٨ ١٠٩ ١١٠ ١١١ ١١٢ ١١٣ ١١٤ ١١٥ ١١٦ ١١٧ ١١٨ ١١٩ ١٢٠ ١٢١ ١٢٢ ١٢٣ ١٢٤ ١٢٥ ١٢٦ ١٢٧ ١٢٨ ١٢٩ ١٣٠ ١٣١ ١٣٢ ١٣٣ ١٣٤ ١٣٥ ١٣٦ ١٣٧ ١٣٨ ١٣٩ ١٤٠ ١٤١ ١٤٢ ١٤٣ ١٤٤ ١٤٥ ١٤٦ ١٤٧ ١٤٨ ١٤٩ ١٥٠ ١٥١ ١٥٢ ١٥٣ ١٥٤ ١٥٥ ١٥٦ ١٥٧ ١٥٨ ١٥٩ ١٦٠ ١٦١ ١٦٢ ١٦٣ ١٦٤ ١٦٥ ١٦٦ ١٦٧ ١٦٨ ١٦٩ ١٧٠ ١٧١ ١٧٢ ١٧٣ ١٧٤ ١٧٥ ١٧٦ ١٧٧ ١٧٨ ١٧٩ ١٨٠ ١٨١ ١٨٢ ١٨٣ ١٨٤ ١٨٥ ١٨٦ ١٨٧ ١٨٨ ١٨٩ ١٩٠ ١٩١ ١٩٢ ١٩٣ ١٩٤ ١٩٥ ١٩٦ ١٩٧ ١٩٨ ١٩٩ ٢٠٠ ٢٠١ ٢٠٢ ٢٠٣ ٢٠٤ ٢٠٥ ٢٠٦ ٢٠٧ ٢٠٨ ٢٠٩ ٢١٠ ٢١١ ٢١٢ ٢١٣ ٢١٤ ٢١٥ ٢١٦ ٢١٧ ٢١٨ ٢١٩ ٢٢٠ ٢٢١ ٢٢٢ ٢٢٣ ٢٢٤ ٢٢٥ ٢٢٦ ٢٢٧ ٢٢٨ ٢٢٩ ٢٣٠ ٢٣١ ٢٣٢ ٢٣٣ ٢٣٤ ٢٣٥ ٢٣٦ ٢٣٧ ٢٣٨ ٢٣٩ ٢٤٠ ٢٤١ ٢٤٢ ٢٤٣ ٢٤٤ ٢٤٥ ٢٤٦ ٢٤٧ ٢٤٨ ٢٤٩ ٢٥٠ ٢٥١ ٢٥٢ ٢٥٣ ٢٥٤ ٢٥٥ ٢٥٦ ٢٥٧ ٢٥٨ ٢٥٩ ٢٦٠ ٢٦١ ٢٦٢ ٢٦٣ ٢٦٤ ٢٦٥ ٢٦٦ ٢٦٧ ٢٦٨ ٢٦٩ ٢٧٠ ٢٧١ ٢٧٢ ٢٧٣ ٢٧٤ ٢٧٥ ٢٧٦ ٢٧٧ ٢٧٨ ٢٧٩ ٢٨٠ ٢٨١ ٢٨٢ ٢٨٣ ٢٨٤ ٢٨٥ ٢٨٦ ٢٨٧ ٢٨٨ ٢٨٩ ٢٩٠ ٢٩١ ٢٩٢ ٢٩٣ ٢٩٤ ٢٩٥ ٢٩٦ ٢٩٧ ٢٩٨ ٢٩٩ ٣٠٠ ٣٠١ ٣٠٢ ٣٠٣ ٣٠٤ ٣٠٥ ٣٠٦ ٣٠٧ ٣٠٨ ٣٠٩ ٣١٠ ٣١١ ٣١٢ ٣١٣ ٣١٤ ٣١٥ ٣١٦ ٣١٧ ٣١٨ ٣١٩ ٣٢٠ ٣٢١ ٣٢٢ ٣٢٣ ٣٢٤ ٣٢٥ ٣٢٦ ٣٢٧ ٣٢٨ ٣٢٩ ٣٣٠ ٣٣١ ٣٣٢ ٣٣٣ ٣٣٤ ٣٣٥ ٣٣٦ ٣٣٧ ٣٣٨ ٣٣٩ ٣٤٠ ٣٤١ ٣٤٢ ٣٤٣ ٣٤٤ ٣٤٥ ٣٤٦ ٣٤٧ ٣٤٨ ٣٤٩ ٣٥٠ ٣٥١ ٣٥٢ ٣٥٣ ٣٥٤ ٣٥٥ ٣٥٦ ٣٥٧ ٣٥٨ ٣٥٩ ٣٦٠ ٣٦١ ٣٦٢ ٣٦٣ ٣٦٤ ٣٦٥ ٣٦٦ ٣٦٧ ٣٦٨ ٣٦٩ ٣٧٠ ٣٧١ ٣٧٢ ٣٧٣ ٣٧٤ ٣٧٥ ٣٧٦ ٣٧٧ ٣٧٨ ٣٧٩ ٣٨٠ ٣٨١ ٣٨٢ ٣٨٣ ٣٨٤ ٣٨٥ ٣٨٦ ٣٨٧ ٣٨٨ ٣٨٩ ٣٩٠ ٣٩١ ٣٩٢ ٣٩٣ ٣٩٤ ٣٩٥ ٣٩٦ ٣٩٧ ٣٩٨ ٣٩٩ ٤٠٠ ٤٠١ ٤٠٢ ٤٠٣ ٤٠٤ ٤٠٥ ٤٠٦ ٤٠٧ ٤٠٨ ٤٠٩ ٤١٠ ٤١١ ٤١٢ ٤١٣ ٤١٤ ٤١٥ ٤١٦ ٤١٧ ٤١٨ ٤١٩ ٤٢٠ ٤٢١ ٤٢٢ ٤٢٣ ٤٢٤ ٤٢٥ ٤٢٦ ٤٢٧ ٤٢٨ ٤٢٩ ٤٣٠ ٤٣١ ٤٣٢ ٤٣٣ ٤٣٤ ٤٣٥ ٤٣٦ ٤٣٧ ٤٣٨ ٤٣٩ ٤٤٠ ٤٤١ ٤٤٢ ٤٤٣ ٤٤٤ ٤٤٥ ٤٤٦ ٤٤٧ ٤٤٨ ٤٤٩ ٤٥٠ ٤٥١ ٤٥٢ ٤٥٣ ٤٥٤ ٤٥٥ ٤٥٦ ٤٥٧ ٤٥٨ ٤٥٩ ٤٦٠ ٤٦١ ٤٦٢ ٤٦٣ ٤٦٤ ٤٦٥ ٤٦٦ ٤٦٧ ٤٦٨ ٤٦٩ ٤٧٠ ٤٧١ ٤٧٢ ٤٧٣ ٤٧٤ ٤٧٥ ٤٧٦ ٤٧٧ ٤٧٨ ٤٧٩ ٤٨٠ ٤٨١ ٤٨٢ ٤٨٣ ٤٨٤ ٤٨٥ ٤٨٦ ٤٨٧ ٤٨٨ ٤٨٩ ٤٩٠ ٤٩١ ٤٩٢ ٤٩٣ ٤٩٤ ٤٩٥ ٤٩٦ ٤٩٧ ٤٩٨ ٤٩٩ ٥٠٠ ٥٠١ ٥٠٢ ٥٠٣ ٥٠٤ ٥٠٥ ٥٠٦ ٥٠٧ ٥٠٨ ٥٠٩ ٥١٠ ٥١١ ٥١٢ ٥١٣ ٥١٤ ٥١٥ ٥١٦ ٥١٧ ٥١٨ ٥١٩ ٥٢٠ ٥٢١ ٥٢٢ ٥٢٣ ٥٢٤ ٥٢٥ ٥٢٦ ٥٢٧ ٥٢٨ ٥٢٩ ٥٣٠ ٥٣١ ٥٣٢ ٥٣٣ ٥٣٤ ٥٣٥ ٥٣٦ ٥٣٧ ٥٣٨ ٥٣٩ ٥٤٠ ٥٤١ ٥٤٢ ٥٤٣ ٥٤٤ ٥٤٥ ٥٤٦ ٥٤٧ ٥٤٨ ٥٤٩ ٥٥٠ ٥٥١ ٥٥٢ ٥٥٣ ٥٥٤ ٥٥٥ ٥٥٦ ٥٥٧ ٥٥٨ ٥٥٩ ٥٦٠ ٥٦١ ٥٦٢ ٥٦٣ ٥٦٤ ٥٦٥ ٥٦٦ ٥٦٧ ٥٦٨ ٥٦٩ ٥٧٠ ٥٧١ ٥٧٢ ٥٧٣ ٥٧٤ ٥٧٥ ٥٧٦ ٥٧٧ ٥٧٨ ٥٧٩ ٥٨٠ ٥٨١ ٥٨٢ ٥٨٣ ٥٨٤ ٥٨٥ ٥٨٦ ٥٨٧ ٥٨٨ ٥٨٩ ٥٩٠ ٥٩١ ٥٩٢ ٥٩٣ ٥٩٤ ٥٩٥ ٥٩٦ ٥٩٧ ٥٩٨ ٥٩٩ ٦٠٠ ٦٠١ ٦٠٢ ٦٠٣ ٦٠٤ ٦٠٥ ٦٠٦ ٦٠٧ ٦٠٨ ٦٠٩ ٦١٠ ٦١١ ٦١٢ ٦١٣ ٦١٤ ٦١٥ ٦١٦ ٦١٧ ٦١٨ ٦١٩ ٦٢٠ ٦٢١ ٦٢٢ ٦٢٣ ٦٢٤ ٦٢٥ ٦٢٦ ٦٢٧ ٦٢٨ ٦٢٩ ٦٣٠ ٦٣١ ٦٣٢ ٦٣٣ ٦٣٤ ٦٣٥ ٦٣٦ ٦٣٧ ٦٣٨ ٦٣٩ ٦٤٠ ٦٤١ ٦٤٢ ٦٤٣ ٦٤٤ ٦٤٥ ٦٤٦ ٦٤٧ ٦٤٨ ٦٤٩ ٦٥٠ ٦٥١ ٦٥٢ ٦٥٣ ٦٥٤ ٦٥٥ ٦٥٦ ٦٥٧ ٦٥٨ ٦٥٩ ٦٦٠ ٦٦١ ٦٦٢ ٦٦٣ ٦٦٤ ٦٦٥ ٦٦٦ ٦٦٧ ٦٦٨ ٦٦٩ ٦٧٠ ٦٧١ ٦٧٢ ٦٧٣ ٦٧٤ ٦٧٥ ٦٧٦ ٦٧٧ ٦٧٨ ٦٧٩ ٦٨٠ ٦٨١ ٦٨٢ ٦٨٣ ٦٨٤ ٦٨٥ ٦٨٦ ٦٨٧ ٦٨٨ ٦٨٩ ٦٩٠ ٦٩١ ٦٩٢ ٦٩٣ ٦٩٤ ٦٩٥ ٦٩٦ ٦٩٧ ٦٩٨ ٦٩٩ ٧٠٠ ٧٠١ ٧٠٢ ٧٠٣ ٧٠٤ ٧٠٥ ٧٠٦ ٧٠٧ ٧٠٨ ٧٠٩ ٧١٠ ٧١١ ٧١٢ ٧١٣ ٧١٤ ٧١٥ ٧١٦ ٧١٧ ٧١٨ ٧١٩ ٧٢٠ ٧٢١ ٧٢٢ ٧٢٣ ٧٢٤ ٧٢٥ ٧٢٦ ٧٢٧ ٧٢٨ ٧٢٩ ٧٣٠ ٧٣١ ٧٣٢ ٧٣٣ ٧٣٤ ٧٣٥ ٧٣٦ ٧٣٧ ٧٣٨ ٧٣٩ ٧٤٠ ٧٤١ ٧٤٢ ٧٤٣ ٧٤٤ ٧٤٥ ٧٤٦ ٧٤٧ ٧٤٨ ٧٤٩ ٧٥٠ ٧٥١ ٧٥٢ ٧٥٣ ٧٥٤ ٧٥٥ ٧٥٦ ٧٥٧ ٧٥٨ ٧٥٩ ٧٦٠ ٧٦١ ٧٦٢ ٧٦٣ ٧٦٤ ٧٦٥ ٧٦٦ ٧٦٧ ٧٦٨ ٧٦٩ ٧٧٠ ٧٧١ ٧٧٢ ٧٧٣ ٧٧٤ ٧٧٥ ٧٧٦ ٧٧٧ ٧٧٨ ٧٧٩ ٧٨٠ ٧٨١ ٧٨٢ ٧٨٣ ٧٨٤ ٧٨٥ ٧٨٦ ٧٨٧ ٧٨٨ ٧٨٩ ٧٩٠ ٧٩١ ٧٩٢ ٧٩٣ ٧٩٤ ٧٩٥ ٧٩٦ ٧٩٧ ٧٩٨ ٧٩٩ ٨٠٠ ٨٠١ ٨٠٢ ٨٠٣ ٨٠٤ ٨٠٥ ٨٠٦ ٨٠٧ ٨٠٨ ٨٠٩ ٨١٠ ٨١١ ٨١٢ ٨١٣ ٨١٤ ٨١٥ ٨١٦ ٨١٧ ٨١٨ ٨١٩ ٨٢٠ ٨٢١ ٨٢٢ ٨٢٣ ٨٢٤ ٨٢٥ ٨٢٦ ٨٢٧ ٨٢٨ ٨٢٩ ٨٣٠ ٨٣١ ٨٣٢ ٨٣٣ ٨٣٤ ٨٣٥ ٨٣٦ ٨٣٧ ٨٣٨ ٨٣٩ ٨٤٠ ٨٤١ ٨٤٢ ٨٤٣ ٨٤٤ ٨٤٥ ٨٤٦ ٨٤٧ ٨٤٨ ٨٤٩ ٨٥٠ ٨٥١ ٨٥٢ ٨٥٣ ٨٥٤ ٨٥٥ ٨٥٦ ٨٥٧ ٨٥٨ ٨٥٩ ٨٦٠ ٨٦١ ٨٦٢ ٨٦٣ ٨٦٤ ٨٦٥ ٨٦٦ ٨٦٧ ٨٦٨ ٨٦٩ ٨٧٠ ٨٧١ ٨٧٢ ٨٧٣ ٨٧٤ ٨٧٥ ٨٧٦ ٨٧٧ ٨٧٨ ٨٧٩ ٨٨٠ ٨٨١ ٨٨٢ ٨٨٣ ٨٨٤ ٨٨٥ ٨٨٦ ٨٨٧ ٨٨٨ ٨٨٩ ٨٩٠ ٨٩١ ٨٩٢ ٨٩٣ ٨٩٤ ٨٩٥ ٨٩٦ ٨٩٧ ٨٩٨ ٨٩٩ ٩٠٠ ٩٠١ ٩٠٢ ٩٠٣ ٩٠٤ ٩٠٥ ٩٠٦ ٩٠٧ ٩٠٨ ٩٠٩ ٩١٠ ٩١١ ٩١٢ ٩١٣ ٩١٤ ٩١٥ ٩١٦ ٩١٧ ٩١٨ ٩١٩ ٩٢٠ ٩٢١ ٩٢٢ ٩٢٣ ٩٢٤ ٩٢٥ ٩٢٦ ٩٢٧ ٩٢٨ ٩٢٩ ٩٣٠ ٩٣١ ٩٣٢ ٩٣٣ ٩٣٤ ٩٣٥ ٩٣٦ ٩٣٧ ٩٣٨ ٩٣٩ ٩٤٠ ٩٤١ ٩٤٢ ٩٤٣ ٩٤٤ ٩٤٥ ٩٤٦ ٩٤٧ ٩٤٨ ٩٤٩ ٩٥٠ ٩٥١ ٩٥٢ ٩٥٣ ٩٥٤ ٩٥٥ ٩٥٦ ٩٥٧ ٩٥٨ ٩٥٩ ٩٦٠ ٩٦١ ٩٦٢ ٩٦٣ ٩٦٤ ٩٦٥ ٩٦٦ ٩٦٧ ٩٦٨ ٩٦٩ ٩٧٠ ٩٧١ ٩٧٢ ٩٧٣ ٩٧٤ ٩٧٥ ٩٧٦ ٩٧٧ ٩٧٨ ٩٧٩ ٩٨٠ ٩٨١ ٩٨٢ ٩٨٣ ٩٨٤ ٩٨٥ ٩٨٦ ٩٨٧ ٩٨٨ ٩٨٩ ٩٩٠ ٩٩١ ٩٩٢ ٩٩٣ ٩٩٤ ٩٩٥ ٩٩٦ ٩٩٧ ٩٩٨ ٩٩٩ ١٠٠٠

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ﴿٧﴾ مَا لَهُ مِنْ ﴿٨﴾

“আপনার পালনকর্তার শাস্তি অবশ্যস্বাবী।
তা কেউ প্রতিহত করতে পারবে না।”

[সূরা তূরঃ৭]

তখন তিনি ক্রন্দন করতেন। এমনকি অধিক
ক্রন্দনের ফলে অসুস্থ হয়ে পড়তেন। আর
মানুষ তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করতেন। তাঁর
রাত্রের নির্দিষ্ট তেলাওয়াতে উক্ত আয়াতটি
পাঠ করে অসুস্থ হয়ে যেতেন এবং
বাড়ীতেই বেশ কিছু দিন অবস্থান করতেন।
আর সকলে অসুস্থ ভেবে তাঁর পরিচর্যা
করলেও তিনি প্রকাশ করতেন না। এমনকি

বেশী ক্রন্দনের কারণে তাঁর মুখমণ্ডলে
অশ্রুসজলের দু'টি কাল রেখার দাগ ছিল।

ع ইবনে আব্বাস ؓ উমার ؓ কে বললেনঃ
আব্বাহ তা'আলা আপনার মাধ্যমে
অনেক শহরের প্রতিষ্ঠা এবং বহু বিজয়
দান করেছেন, ভয়ের কিছু নেই।
প্রতিউত্তরে উমার ؓ বললেনঃ আমি শুধু
মাত্র বেচে যেতে চাই, চাই না
প্রতিদান আর না গুনাহর বোঝা।

ع উসমান ইবনে আফ্ফান -যুন্নূরাইন-ؓ
যখন কবরের পার্শ্বে দাঁড়াতেন,
চোখের পানিতে দাড়ি ভিজিয়ে দিয়ে
বলতেনঃ যদি আমি জান্নাত ও
জাহান্নামের মাঝখানে অবস্থান করি
এবং একথা জানি না যে, কোন দিকে
আমার নির্দেশ হবে, তবে কোন

একদিকে হওয়ার পূর্বেই ছাই হওয়াটাই
পছন্দ করতাম।

۞ আলী ইবনে আবি তলেব ؓ অত্যাধিক
ক্রন্দন, ভয় ও নিজের নফসের
সমালোচনা করতেন এবং দু'টি জিনিস
হতে ভীষণ ভয় করতেন। একটি
হলোঃ বড় আশা করা আর অপরটি
হলোঃ প্রবৃত্তির অনুসরণ; কারণ, বড়
আশা আখেরাতকে ভুলিয়ে দেয়, আর
প্রবৃত্তির গোলামি সত্য গ্রহণে বাধা
সৃষ্টি করে।

۞ *অন্ডরে আদ্লাহর নমিহতফরীঃ*

عَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: ((ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَعَلَى جَنْبَيْهِ الصِّرَاطِ
سُورَانِ فِيهِمَا أَبْوَابٌ مُفْتَتِحَةٌ ، وَعَلَى الْأَبْوَابِ سُتُورٌ مُرْخَاةٌ ، وَعَلَى بَابِ

الصِّرَاطِ دَاعٍ يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ! ادْخُلُوا الصِّرَاطَ جَمِيعًا وَلَا تَتَفَرَّجُوا ،
 وَدَاعٍ يَدْعُو مِنْ جَوْفِ الصِّرَاطِ ، فَإِذَا أَرَادَ يَفْتَحُ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ
 قَالَ: وَيْحَكَ لَا تَفْتَحُهُ فَإِنَّكَ إِن تَفْتَحَهُ تَلْجُهُ ، وَالصِّرَاطُ الْإِسْلَامُ ،
 وَالسُّورَانِ حُدُودُ اللَّهِ تَعَالَى ، وَالْأَبْوَابُ الْمَفْتَحَةُ مَحَارِمُ اللَّهِ تَعَالَى ،
 وَذَلِكَ الدَّاعِي عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ: كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَالدَّاعِي فَوْقَ
 الصِّرَاطِ: وَاعِظُ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ)).

رواه أحمد والحاكم وصححه الألباني.

নাওওয়াস ইবনে সাম'আন ﷺ হতে বর্ণিত
 তিনি রাসূল ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি
 ﷺ বলেছেনঃ “আল্লাহ তা'আলা সরল-সঠিক
 পথের উদাহরণ দিয়েছেন। যেই পথের
 দু'ধারে দু'টি প্রাচীর। প্রতিটি প্রাচীরে
 রয়েছে অনেক গুলো খোলা দরজা।
 প্রতিটি দরজায় রয়েছে ঝুলন্ত পর্দা।
 সরল-সঠিক পথের মাথায় বসে আছেন

এক জন আহবানকারী। তিনি এ বলে আহবান করছেনঃ হে মানব সমাজ! সকলে সরল পথে চল, আঁকা বাঁকা পথে চল না। কেউ পার্শ্বের কোন দরজায় প্রবেশ করতে চেষ্টা করলে আরো একজন আহবানকারী সরল পথের উপর থেকে এ বলে আহবান করছেনঃ তোমার সর্বনাশ হোক ; খবরদার পর্দা খোলবে না, যদি খোল তবে ঢুকে পড়বে। সরল পথ বলতে ইসলাম, পর্দাসমূহ অর্থ আল্লাহর দেওয়া সীমা-রেখা, খোলা দরজাগুলো মানে আল্লাহর পক্ষ হতে হারামকৃত বিষয়সমূহ। আর সরল পথের উপর আহবানকারী হচ্ছেনঃ প্রতিটি মুসলিমের অন্তরে আল্লাহর নসীহতকারী।” [আহমাদ ও হাকিম, শায়খ আলবানী (রহঃ) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]

؛ آآآآآآآآآآ آآ آآآ آآآآ

হে মুসলিম ভাই !

আপনার অন্তর আল্লাহর নসিহতকারীর ডাকে
সাদা দিচ্ছে না কেন? আল্লাহর সীমা-রেখা
ও হারামসমূহ কি কণ্ঠস্থ করেছেন? আল্লাহ
ও আপনার শত্রুর উপর জয়যুক্ত হতে
পেরেছেন কি?

আল্লাহর বাণীঃ

H G F D C B A @ ? [

فاطر: ٦ ZML K J I

“শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব তাকে
শত্রু রূপেই গ্রহণ কর। সে তার দলবলকে
আহ্বান করে যেন তারা জাহান্নামী হয়।”

[সূরা ফাতিরঃ ৬]

؛ খালেদ ইবনে মা'আদান ﷺ হতে
বর্ণিত তিনি বলেনঃ প্রতিটি বান্দার

চেহরায় দু'টি চোখ আছে, যা দ্বারা সে দুনিয়ার বিষয়াদি দেখতে পায়। আর দু'টি চোখ আছে অন্তরে, যা দ্বারা আখেরাতের বিষয়াদি অবলোকন করে। অতএব, যখন আল্লাহ তাঁর কোন বান্দার কল্যাণ চান তখন তার জ্ঞানচক্ষু দু'টি খোলে দেন। বান্দা তখন তা দ্বারা আল্লাহর গায়েবের ওয়াদাকৃত বিষয়াদি দেখতে পায়। আর এর বিপরীত চাইলে সে অবস্থাতেই ছেড়ে দেন। অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পড়েন :

Z h g f e d c b a [

محمد: ٢٤

“তারা কি কোরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা-গভেষণা করে না। না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?” [সূরা মুহাম্মাদঃ২৪]

না। নফস কি করতে চায়; কি খেতে চায়; কি পান করতে চায়; সবকিছুর হিসাব করে। পক্ষান্তরে যারা গুনাহগার তারা নিজের নফসের হিসাব ছাড়াই সামনের দিকে পা ফেলে।

আল্লাহর বাণী :

الكهف: ٢٨ [A @ ? >]

“এবং যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করেছে।” [সূরা কাহাফঃ২৮]

এর তফসীরে কাতাদা (রহঃ) বলেছেনঃ যে তার নিজের নফসকে ধ্বংস করেছে, ধোকা দিয়েছে। তারপরেও তুমি দেখবে যে, সে তার দ্বীন ধ্বংস করে সম্পদের হেফাজত করে।

C হাসান বসরী (রহঃ) বলেনঃ নিশ্চয়ই বান্দা ততক্ষণ কল্যাণের মধ্যেই থাকে

যতক্ষণ তার নফসের মধ্যে এক জন
ওয়াজকারী, নসীহতকারী ও সমালোচক
থাকে।

C মায়মুন ইবনে মেহরান (রহঃ) বলেনঃ
ততক্ষণ বান্দা তাকওয়ার অধিকারী
হতে পারে না, যতক্ষণ সে তার
একজন ব্যবসায়ী শরীকের হিসাব-
নিকাশে যেরূপ কঠোরতা অবলম্বন
করে, তার চেয়েও নিজের নফসের
হিসাবে কঠোরতা না করে। আর
এজন্যই বলা হয়েছেঃ নফস
বিশ্বাসঘাতক ব্যবসায়ী শরীকের মত,
যদি ঠিকমত হিসাব না কর তবে
তোমার সম্পদ নিয়ে চম্পট দিবে।

C ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহঃ)
ওয়াহাব (রহঃ) হতে উল্লেখ করেছেন
যে, তিনি বলেছেনঃ দাউদ عليه السلام এর

পরিবারের হিকমত বাণীতে লিখা ছিলঃ
বিবেকবান ব্যক্তির উচিত হলোঃ সে
যেন চারটি মুহূর্ত থেকে গাফেল তথা
অমনোযোগী না হয়ঃ প্রথমতঃ তার
প্রতি পালকের সাথে মুনাজাতের মুহূর্ত ।
দ্বিতীয়তঃ নিজের নফসের পর্যালোচনার
মুহূর্ত । তৃতীয়তঃ ঐ মুহূর্তটি যখন
মুসলিম ভাইদের সাথে নির্জনে
মিলিত হয় এবং তার দোষ-ত্রুটি
সম্পর্কে তাকে অবহিত করিয়ে দেয় ও
তার নফসের সত্যতা বর্ণনা করে ।
চতুর্থতঃ নিজের নফস ও তার চাওয়া-
পাওয়ার বিষয় সমাধানের একাকী
মুহূর্তটি, যা উল্লেখিত মুহূর্তগুলোর জন্য
সহযোগী ও অন্তরের জন্য লাগাম
সরুপ ।

C আহনাফ ইবনে কাইস (রহঃ) চেরাগের আগুনের পার্শ্বে বসে হাতের আগুল জ্বালাতেন আর বারবার বলতেন : হে আহনাফ? অনুভব কর কে তোমাকে সেই দিন অমুক কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

C হাসান বসরী (রহঃ) বলেনঃ মু'মিন তাঁর আত্মার উপর কর্তৃত্বশালী। আল্লাহর জন্য নিজের নফসের হিসাব করেন। বস্তুত কিয়ামতের দিন তাদেরই হিসাব সহজ হবে, যারা এ দুনিয়ায় নিজের নফসের হিসাব করে। আর তাদেরই হিসাব কঠিন হবে, যারা এ দুনিয়ায় হিসাব ছাড়া নফসকে লাগাম বিহীন ছেড়ে দিয়েছে। মু'মিনের যখন হঠাৎ করে কোন জিনিস দেখে পছন্দ হয় তখন বলেঃ আল্লাহর শপথ! আমি

তোমাকে চাই, আর তুমি আমারই
প্রয়োজনেই। কিন্তু আল্লাহর কসম!
তোমার আর আমার মাঝে কোন
প্রকার সম্পর্ক নেই। তোমার আমার
মাঝে আড় হলে কত না ভাল হত ?
শেষ পর্যন্ত সে বস্তু তার নফসের
নিকট ফিরে এসে বলেঃ আমি ওর
নিকট আসতে চাই নাই? আমার ওর
কাছে কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহর
কসম আর কখনও ওর কাছে ফিরে
আসব না। নিশ্চয়ই মু'মিনগণ এমন এক
জাতি যাঁদেরকে কোরআন বিরত
রেখেছে এবং তাঁদের ও ধ্বংসের
মাঝে আড় হয়েছে। মু'মিন এই দুনিয়ায়
কয়েদী, আজাদির জন্য সর্বদা চেষ্টা
করে। মু'মিন আল্লাহর সাথে না মिला
পর্যন্ত কোন জিনিসে নিরাপত্তা মনে
করে না। মু'মিন আরো জানে যে, সে

তার কান, চোখ, জিব ও সকল অঙ্গের
ব্যাপারে গ্রেফতার হবে।

C মালিক ইবনে দিনার (রহঃ) বলেনঃ
আল্লাহ ঐ বান্দাকে দয়া করেন, যে তার
নফসকে বলেঃ তুমি অমুক কাজ কর,
তুমি অমুক কাজ কর। অতঃপর বাধ্য
করে লাগাম পরিয়ে দেয় এবং আল্লাহর
কিতাবকে তার জন্য অপরিহার্য করে
দেয়। আর কোরআন তখন তার জন্য
চালক হয়ে যায়।

C ইবনে আবু মুলাইকা (রহঃ) বলেনঃ ত্রিশ
জন সাহাবীকে পেয়েছি যারা সকলেই
আপন নফসের উপর মুনাফেকির
(কপটতার) ভয় করতেন। তাঁদের
কেউও বলতেন না যে, সে জিবরাঈল ও
মীকাঈলের ঈমানের লোক।

¿ নিজেকে নিয়ে ভয়-ভীতিঃ

হে তওফিকদ্বান্দ মুমিনিম ভাই!

? ইমাম ইবনুল জাওয়ী (রহঃ) বলেনঃ সবচেয়ে আশ্চর্যজনক কথা হচ্ছে যে, পর্যবেক্ষকগণ তাঁদের সম্পদে নিম্নমানের মাল প্রবেশ করাকে ভয় করে কিন্তু যে প্রবেশ করাচ্ছে সে নির্বিঘ্ন ও অবিচল।

? দেখুন আবু বকর ؓ নিজের জিহবাকে ধরে বলতেনঃ তুমিই আমাকে সর্ব প্রকার অসুবিধায় নিপতীত কর।

? আর উমার ফারুক ؓ বলতেনঃ হুজাইফা! আমি কি তাদের অর্থাৎ মুনাফিক ও শান্তির রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত?

? ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেনঃ
যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কেলামগণের অবস্থা
সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করবে সে জানতে
পারবে যে, তাঁরা অধিক আমল করার
পরেও ভীষণ ভয় করতেন। অপর
দিকে আমরা কাজে কম বরং কাজে
ফাঁকি তার পরেও নির্ভয় ও চিন্তাহীন।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) তাঁর যুগের
নফস সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করছেন,
তাহলে আমাদের যুগের নফস সম্পর্কে
আমাদের কি মন্তব্য করা ও বলা উচিত?

৓ মূলধন নষ্ট করবেন নাঃ

প্রিয় ভাই!

আপনার দিনগুলো বিনষ্ট করবেন নাঃ
কেননা উহা আপনার মূলধন। যদি আপনি
মূলধনের উপর ক্ষমতাবান হন তাহলে
লাভ করতেও সক্ষম। আপনার শেষ দিনে
আখেরাতের আসবাব-পত্র বন্ধ হয়ে
যাবে। অতএব, বন্ধ হওয়ার আগে
আখেরাতের আসবাব-পত্র সংগ্রহ করে নিনঃ
কেননা একদিন আসবে যেদিন এসব
আসবাব-পত্রে থাকবে আপনার ইজ্জত-
সম্মান।

তাই বন্ধ হয়ে যাওয়ার পূর্বে সম্মানের
দিনের জন্য তা হতে বেশী বেশী অর্জন
করুন। নিশ্চয়ই সে দিন আপনি তা অর্জন
করতে সক্ষম হবেন না।

২. অগ্রসমালোচনার প্রকারসমূহঃ

অগ্রসমালোচনা দু'প্রকারঃ

প্রথম প্রকারঃ কাজের পূর্বে সমালোচনা করাঃ ইচ্ছার শুরুতেই বান্দা দাঁড়াবে এবং যতক্ষণ কাজটি না করার চেয়ে করাটাই উত্তম ও প্রাধান্য না পাবে, ততক্ষণ আরম্ভ করবে না। যদি আল্লাহর জন্য হয় তবে করতে অগ্রসর হবে। আর যদি অন্যের জন্য হয় তবে তা থেকে বিরত থাকবে।

দ্বিতীয় প্রকারঃ কাজের পর সমালোচনা করাঃ ইহা আবার তিন প্রকারঃ

১. আল্লাহর হকের মধ্যে যে রূপ আনুগত্য প্রয়োজন ছিল সে ব্যাপারে যথার্থতা না থাকর জন্য সমালোচনা করা। আল্লাহ তা'আলার হকে আনুগত্য ছয়টি জিনিস দ্বারা সম্পাদিত হয়ঃ (১) কাজে ইখলাস-নিষ্ঠা থাকা। (২) তার মধ্যে আল্লাহ

জন্য নসীহত (আনুগত্য) থাকা। (৩) তাতে রাসূল ﷺ এর একচ্ছত্র অনুসরণ ও অনুকরণ থাকা। (৪) কাজে ইহসান তথা একাত্মতার উপস্থিতি থাকা। (৫) এ কাজে বান্দার উপরে আল্লাহর সহযোগিতার কথা স্মরণ করা। (৬) কাজে তার যথার্থতা না থাকার ব্যাপারে খেয়াল রাখা।

অতএব, প্রতিটি মানুষ তার নফসের পর্যালোচনা ক'রে দেখবে যে, সে কি এসকল হকসমূহ সম্পূর্ণ ভাবে ইবাদতের মধ্যে পূরা করতে ও নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে কি না ?

২. ঐ সমস্ত কাজের পর্যালোচনা করবে যা করার চেয়ে ত্যাগ করাই উত্তম।

৩. জায়েজ ও যা করতে অভ্যাস্ত তার পরেও করে নাই, এমন কাজের ব্যাপারে নফসের সমালোচনা করবে। এ দ্বারা কি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাত কামনা

করেছে, যা দ্বারা লাভবান হবে? না তা
দ্বারা দুনিয়া ও তার ফলাফল কামনা
করেছে, যা দ্বারা আখেরাতের লাভ
হারিয়েছে ?

¿ মুহাসাবার জন্য কি করা উচিত ?

কিছু কারণ ও উপায় আছে যা নফসের সমালোচনার জন্য মানুষকে সহযোগিতা ও সহজ করে দেয় তন্মধ্যেঃ

১. একথা ভাল করে জেনে রাখা যে, আজ (দুনিয়ায়) নফসের মুহাসাবাহ্ তথা সমালোচনা করতে যতই চেষ্টা করবে, আগামীকাল (আখেরাতে) ততই আরাম পাবে। আর যখন আজ অলসতা করবে তখন কাল তার হিসাব বড়ই কঠিন হবে।
২. আরো জেনে রাখা যে, নফসের মুহাসাবাহ্ ও পর্যবেক্ষণতার লাভ হচ্ছে জান্নাতুল ফিরদাউসে (সর্বোত্তম জান্নাতে) অবস্থান। মহান পালনকর্তার চেহরার প্রতি দৃষ্টির সৌভাগ্য অর্জন এবং নবী,

নেক্কার ও সম্মানিত ব্যক্তিদের সঙ্গে
থাকার সুযোগ লাভ।

৩. আত্মসমালোচনা ত্যাগ করলে যে
ক্ষতি সেদিকে দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করলে দেখা
যাবে যে, ধ্বংস ও আগুনে প্রবেশ,
পালনকর্তা থেকে বাধা এবং কাফির,
পথভ্রষ্ট ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তিদের সাথে
অবস্থান ছাড়া আর কিছুই মিলবে না।
৪. আত্মসমালোচনা দ্বারা ঐ সকল ভাল
লোকদের সঙ্গী হওয়া যায়, যাঁরা
নিজেদের নফসের সমালোচনা করে ও
তার দোষ-ত্রুটির উপর দৃষ্টি রাখে।
আর ঐদের বিপরীতধর্মী ব্যক্তিদের
সংসর্গ ত্যাগ করা যায়।
৫. আমাদের সালফে সালেহীনদের
(পূর্বসূরী সাহাবা ও তাবেঈ) যাঁরা নফসের
মুহাসাবাহ্ (সমালোচনা) ও মুরাকাবাহ্

(পর্যবেক্ষণ) করতেন তাঁদের খবরাদির প্রতি দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করা।

৬. কবর যিয়ারত ও মৃত ব্যক্তিদের অবস্থা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করা যে, আজ তাদের জন্য আত্মসমালোচনা করা ও যা চলে গেছে তা পাওয়া সম্ভবপর নয়।
৭. আত্মসমালোচনার প্রতি আহ্বানকারী এমন জ্ঞানচর্চা করা ও ওয়াজ-নসীহতের মজলিসসমূহে উপস্থিত হওয়া।
৮. কিয়ামুললাইল (রাত্রের নফল সালাত) কুরআন তেলাওয়াত ও বিভিন্ন প্রকার ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা।
৯. খেল-তামাশা ও গাফেল হয়ে যাওয়ার স্থানসমূহ হতে দূরে থাকা, যা মানুষকে নফসের সমালোচনা থেকে ভুলিয়ে রাখে।

১০. আল্লাহ তা'আলার স্মরণ ও তাঁর দরবারে দোয়া করা যেন তাকে আত্মসমালোচক ও পর্যবেক্ষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং সর্ব প্রকার মঙ্গলের তওফিক দান করেন।

১১. নফসের ব্যাপারে খারাপ ধারণা রাখা; কারণ, ভাল ধারণা নফসের মুহাসাবাহ (সমালোচনা) থেকে বিরত রাখে। আর কখনো মানুষের মতামত (নফস সম্পর্কে ভাল ধারণা) তার ত্রুটিপূর্ণ ও নোংরা কাজগুলোকে পরিপূর্ণ জ্ঞান করে।

‡ আত্মসমালোচনা থেকে গাফেল না
থাকঃ

প্রিয় মুসলিম ভাই !

আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি দৃঢ় ঈমানদারের কর্তব্য হচ্ছেঃ সে যেন মুহাসাবাতুল্লাফস (আত্মসমালোচনা) হতে গাফেল না থাকে এবং নফসের নড়াচড়া, স্থিরতা ও প্রতিটি পদক্ষেপে তার সাথে ভাল আচরণ না করে; বরং শক্ত যেন হয়। মনে রাখতে হবে যে, প্রতিটি নফস এক মূল্যবান মনি-মুক্তা যা দ্বারা এমন ভাণ্ডার ক্রয় করা যায়, যার সুখ-শান্তি অনন্ত কাল পর্যন্ত শেষ হবে না। অতএব, এ সমস্ত নফসকে বিনষ্ট করা অথবা তা দ্বারা তার সাথীর ধ্বংস ক্রয় করা বিরাট লোকসান, যা বড় মুর্খ, আহাম্মুক ও অজ্ঞ ছাড়া করতে পারে না। আর এ

লোকসানের হকিকত রোজ কিয়ামতের
দিনই প্রকাশ পাবে।

আল্লাহর বাণীঃ

+ *) (' & % \$ # " ! [

Z = 3 2 1 0 / . - ,

“সেদিন প্রত্যেকেই যা কিছু সে ভাল
করেছে; চোখের সামনে দেখতে পাবে এবং
যা কিছু মন্দ করেছে তাও। ওরা তখন
কামনা করবে, যদি তার এবং এসব কর্মের
মধ্যে ব্যবধান দূরের হতো?”

[সূরা আল-ইমরানঃ ৩০]

৷ অঙ্গমমানোচনার পদ্ধতিঃ

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) নফসের সমালোচনা নিম্নের প্রকৃতিতে করার কথা উল্লেখ করেছেনঃ

প্রথমতঃ ফরজ দিয়ে শুরু করা। যদি তার মধ্যে কোন কমতি বা ঘাটতি দেখে তবে তা আদায় করা।

দ্বিতীয়তঃ নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ নিয়ে। যদি নিষিদ্ধ কাজ হতে কিছু করে থাকে তবে তওবা করে ক্ষমা চাওয়া। আর পাপরাজী মিটিয়ে দেয় এমন ভাল কাজ করা।

তৃতীয়তঃ গাফলতির ব্যাপারে মুহাসাবাহ তথা সমালোচনা করা। আর জিকির ও আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে তা পূর্ণ করা।

চতুর্থতঃ অঙ্গ-প্রতঙ্গ, কথাবার্তা, পদচারণ, দু'হাতদ্বারা ধারণ, দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপণ ও দু'কানের

শ্রবণ সম্পর্কে সমালোচনা করা। এর দ্বারা উদ্দেশ্য কি ছিল? কার জন্যে এবং কি ভাবে করা হয়েছিল ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে পর্যালোচনা করা?

২. অত্মসমালোচনার উপকারঃ

অত্মসমালোচনার উপকার অনেক তন্মধ্যেঃ

১. নফসের ত্রুটি-বিচ্যুতি অবগত হওয়া।
বস্তুত যে নিজের ত্রুটি সম্পর্কে জানবে না, সে উহা দূর করতেও পারবে না।
২. লজ্জিত হয়ে তওবা করে ছুটে যাওয়া
আমলগুলো পূর্ণ করা।
৩. আল্লাহ তা'আলার হক সম্পর্কে অবহিত হওয়া; কেননা আত্মসমালোচনার আসল হচ্ছেঃ আল্লাহর হকের ব্যাপারে যে অবহেলা ও দায়িত্বহীনতা প্রদর্শন করেছে তার জন্য সমালোচনা করা।
৪. বান্দা তার পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলার সামনে নিজের সর্ব প্রকার অহংকারকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে নিজেকে ছোট করা।
৫. আল্লাহ সুবহানাহু তাঁর বান্দার প্রতি কতটুকু দানশীল, ক্ষমাকারী ও দয়াবান তা

জানা; কেননা, বান্দা বিভিন্ন প্রকার পাপ ও বিরোধীতা করার পরেও তিনি শাস্তি দান করেন নাই।

৬. নফসকে শাস্তি দান ও তার উপর শক্ত হওয়া এবং আত্মগৌরব ও লোক দেখান এবং শুনানোর আমল হতে নিজেকে মুক্ত করা।

৭. ইবাদতে ও পাপত্যাগে সচেষ্টি হওয়া, যাতে করে পরবর্তীতে তার জন্য আত্মসমালোচনা করা সহজ হয়ে যায়।

৮. হকদারদের হক ফিরিয়ে দেওয়া, হিংসা-বিদ্বেষ দূর করা ও উত্তম চরিত্রবান হওয়া। এসব নফসের মুহাসাবার মহান সুফলাফল, যা প্রতিটি মানুষের জীবনে অতি প্রয়োজন।

ৃ জীবনের রেন্নগাড়ীঃ

হে মুসলিম ভাই!

P ফুযাইল (রহঃ) এক জন মানুষকে বললেনঃ আপনার বয়স কত ? উত্তরে বললেনঃ ষাট বছর। তাকে আবারও বললেনঃ ষাট বছর যাবত আপনার পালনকর্তার দিকেই যাচ্ছেন। সম্ভবতঃ অতিসত্তর পৌঁছে যাবেন।

P আবু দারদা ؓ বলেনঃ আপনি শুধু মাত্র কিছু দিনের জন্য। যখন আপনার একটি দিন চলে যায় তখনই আপনার কিছু অংশ চলে যায়।

অতএব, হে বিশ বছরের সন্তানগণ! তোমাদের বয়সী কত জন মরে গেছে এবং তাদেরকে পিছে রেখে এসেছো।

হে ত্রিশ বছরের সন্তানরা! নতুন করে
যৌবনে পদার্পণ করেছ, তার পরেও কোন
আফসোস করো নি?

হে চল্লিশ বছরের সন্তানরা! জীবনের আরাম
আয়েশ চলে গেছে। আর তোমরা এখনো
খেল-তামাশায় মত্ত আছো?

হে পঞ্চাশ বছরের লোকেরা! অর্ধশতে
উপনীত হয়েছ কিন্তু এখনও ইনসাফ করছ
না!

হে ষাট বছরের মানব সকল! আপনারা
মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন তার পরেও
খেল-তামাশায় মত্ত? নিঃসন্দেহে সীমা
অতিক্রম করেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ۖ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَيَّ
أَمْرِي أَخْرَجْتُهُ حَتَّى بَلَغَهُ سِتِّينَ سَنَةً)). رواه البخاري.

আবু হুরাইরা ۖ হতে বর্ণিত, তিনি নবী ۖ
হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি ۖ বলেছেনঃ

“আল্লাহ তা’আলা মানুষকে ষাট বছর বয়স পর্যন্ত ওজরের (অজুহাতের) সুযোগ দেন এরপর না।” [বুখারী]

‡ জীবন একটি বৃক্ষঃ

আপনার জীবনের একটি বছর একটি বৃক্ষের ন্যায়, যার শাখা প্রশাখাগুলো মাস, ডালপালাগুলো দিন, আর পাতাগুলো ঘন্টা এবং শ্বাসপ্রশ্বাসগুলো ফল।

অতএব, যার শ্বাসপ্রশ্বাসগুলো আল্লাহর ইবাদতে প্রবাহিত হয়, তার ফল পবিত্র বৃক্ষের। আর যার শ্বাসপ্রশ্বাসগুলো পাপের কাজে নিঃশেষ হয় তার ফল মাকাল।

মনে রাখতে হবে যে, ফল পাড়ার সময় রোজ কিয়ামতের দিন। সে দিন প্রমাণিত হবে কার বৃক্ষের ফল সুস্বাদু আর কার গাছের ফল টক।

প্রকৃত গরিব কে ?

প্রিয় ভাই !

কত সালাত বিনষ্ট করেছেন? কত জুমার সালাত আলসতা করে ত্যাগ করেছেন? কত রোজা ছেড়ে দিয়েছেন? কত যাকাত আদায়ের ব্যাপারে কার্পন্যতা করেছেন? হজ্ব পরিহার করেছেন? কতইনা ভাল কাজে আলসতা করেছেন? কতইনা মুনকার (মন্দ) কাজ দেখার পরেও চুপ থেকেছেন? কতবার হারাম লোলুপ দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করেছেন ? কত অশ্লীল বাক্যালাপ করেছেন? কতবার বাবা-মাকে রাগ করিয়েছেন, কিন্তু পরক্ষণে আর খুশি করার চেষ্টা করেন নাই। কত না দুর্বলের প্রতি দয়া না করে পাষান হয়েছেন। কত যে মানুষের উপর অন্যায় করেছেন ? কত মানুষের সম্পদ জুলুম করে গ্রাস করেছেন ?

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ   أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَتَذَرُونَ
 مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: ((إِنَّ
 الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا
 وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضْرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ
 حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أَخَذَ
 مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ)). رواه مسلم.

আবু হুরাইরা   হতে বর্ণিত, তিনি বলেন
 রাসূল   (একদা সাহাবায়ে কেলামকে লক্ষ্য
 করে) বললেনঃ “তোমরা কি জান, প্রকৃত
 গরিব কে ? সাহাবায়ে কেলাম বললেনঃ
 আমাদের মধ্যে গরিব তো সেই ব্যক্তি যার
 কোন সম্পদ ও টাকা-পয়সা নেই। রাসূল  
 বললেনঃ“আমার উম্মতের প্রকৃত গরিব
 হলো এমন ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন
 সালাত, রোজা ও যাকাত নিয়ে উঠবে।

অপর দিকে কাউকে গালি দিয়েছে, আর কারো সম্পদ ভক্ষণ করেছে, অন্য কারো রক্তপাত করেছে ও কাউকে মারধর করেছে। অতঃপর সকল পাওনাদারকে তার নেকি হতে দেওয়া হবে এবং পরিশেষে নেকি নিঃশেষ হয়ে গেলে পাওনাদারদের পাপরাশী তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।” [মুসলিম]

বড় খুশিতে আপনা দিনগুলো দ্রুত চলে যাচ্ছে এবং তার সাথে সাথে প্রতি দিন মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। তাই মৃত্যু আসার আগেই সৎ আমল করা এবং অসৎ আমল ত্যাগ করার ব্যাপারে চেষ্টা করুন; কারণ লাভক্ষতি শুধু মাত্র আমলের উপরই নির্ভর করবে।

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .